রাজেশ প্রভিনচন্দ্র রাজ্যগুরু

বনাম

গুজরাট জল সরবরাহ ও সেয়ারেজ বোর্ড এবং অন্যান্যরা

(২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৫৭৮)

১৭ই ডিসেম্বর ,২০২১

[ডঃ ধনঞ্জয় ওয়াই চন্দ্রচূড় এবং এম. আর. শাহ, বিচারপতিদ্বয়]

পরিষেবা আইন – বেতন-স্কেল প্রদান – রাজ্য সরকারের সাথে স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা – সমতার দাবি – আপিলকারীরা উত্তরদাতা -বোর্ডের সাথে দৈনিক-রেট কর্মচারী হিসেবে কাজ করেছেন – উত্তরদাতা ১৯৮৮ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক পাস করা একটি প্রস্তাব (অভিভাবক প্রস্তাব) গ্রহণ করেছেন যা দক্ষ দৈনিক মজুর কর্মীদের সুবিধা প্রদান করেছে – আপিলকারীদের সেই অনুযায়ী ৭৫০ টাকা বেতন স্কেল এবং উক্ত প্রস্তাব থেকে প্রাপ্ত অন্যান্যরা সুবিধা প্রদান করা হয়েছে – ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালে রাজ্য সরকার কর্তৃক জারি করা পরবর্তী প্রস্তাবগুলি মূল প্রস্তাবটি সংশোধন করে, দৈনিক মজুরদের একটি শ্রেণীর জন্য ৯৫০-১৫০০ টাকা বেতন স্কেল প্রদান করেছে – আপিলকারীরা উপরোক্ত বেতন স্কেলের অধিকার দাবি করেছেন – একক বিচারকের দ্বারা রিট আবেদন মঞ্জুর করা হয়েছে – ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক বাতিল আদেশ – আপিলের ভিত্তিতে, রায় দেওয়া হয়েছে: বোর্ড কখনও পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি – উত্তরদাতা র সাথে কাজ করা আপিলকারীরা, একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না – রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলিকে সমান করা যাবে না – আপিলকারীরা পরবর্তী সরকার থেকে প্রাপ্ত সুবিধা দাবি করতে পারে না অধিকারের বিষয় হিসেবে সিদ্ধান্ত – তদুপরি, পরবর্তী সিদ্ধান্তের অধীনে কিছু জোনাল অফিস ভুল করে সুবিধা প্রদান করেছিল, যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং পুনরুদ্ধারও চাওয়া হয়েছিল – আপিলকারীরা অনুচ্ছেদ ১৪ ব্যবহার করে এই জাতীয় অন্যান্যরা দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারবেন না যদি তারা অন্যথায় এই জাতীয় সুবিধা পাওয়ার যোগ্য না হন – ভারতীয় সংবিধান – অনুচ্ছেদ ১৪ – সমান কাজের জন্য সমান বেতনের নীতি।

পরিষেবা আইন - মজুরি/বেতন-স্কেল নির্ধারণ-স্থির করা হয়েছেঃমজুরি কাঠামো নির্ধারণের সময় অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বা নিয়োগকর্তার আর্থিক ক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়-কর্মচারীরা দাবি করতে পারে না যে তাদের বেতন-স্কেলগুলি অবশ্যই সংশোধন করা উচিত এবং/অথবা তাদের অবশ্যই কিছু অতিরিক্ত সুবিধা/সুবিধা দেওয়া উচিত-

আদালত কর্তৃক বেতন সমতা প্রদানের ফলে প্রতিকূল পরিণতি হতে পারে।

ভারতীয় সংবিধান-অনুচ্ছেদ ১৪-ইতিবাচক সমতার নীতি-স্থির করা হয়েছেঃ অনুচ্ছেদ ১৪ শুধুমাত্র ইতিবাচক সমতার ধারণাকে মূর্ত করে এবং নেতিবাচক সমতার নয়-অবৈধতা এবং অনিয়মকে চিরস্থায়ী করার জন্য এর উপর নির্ভর করা যায় না।

আপিল খারিজ করে, আদালত

স্থির করা হয়েছে:১.১) বোর্ড কখনই ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের পরবর্তী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেনি। ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাবটি বোর্ড দ্বারা বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছিল ০৮.০৬.১৯৮৯ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে। অন্যদিকে প্রশাসনিক নির্দেশাবলী জোনাল অফিসের সমস্ত প্রধান প্রকৌশলীদের কাছে জারি করা হয়েছিল যে ১৯৯১ সালের সরকারী প্রস্তাব অনুসারে বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের সুবিধা দেওয়া হবে না। ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাবটি গ্রহণ করা থেকে শুরু করে, উত্তরদাতা-বোর্ড মূল প্রস্তাবের অধীনে সমস্ত মূল রিট আবেদনকারী-দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের তাদের ৫ বছর এবং ১০ বছর শেষ হওয়ার পরে সুবিধা প্রদান করে।অতএব, এই আইনের অধীনে গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত ও সংবিধিবদ্ধ সংস্থা বোর্ড কখনই ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করেনি এবং যদি উত্তরদাতা-বোর্ড দ্বারা উল্লিখিত প্রস্তাবগুলি গৃহীত না হয়, তবে উত্তরদাতা-বোর্ডের সাথে কাজ করা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা পরবর্তী প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী হবেন না। পরবর্তী প্রস্তাবগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গ্রহণ এবং/অথবা প্রযোজ্য হবে না। ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা যথাযথভাবে বর্ণিত পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতা-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা অধিকারের বিষয় হিসাবে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলি থেকে সুবিধাগুলি দাবি করতে পারবেন না। [অনুচ্ছেদ ১৩.২। [৮৬১-ই-এইচ; ৮৬২-এ-বি]

১.২) এমনকি দৈনিক রেট করা কর্মচারী যারা এর সাথে কাজ করে উত্তরদাতা-বোর্ড তারা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না। উত্তরদাতা-বোর্ড, আইনের অধীনে তৈরি একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা।চূড়ান্তভাবে, উত্তরদাতা-বোর্ডেরই সচেতন সিদ্ধান্ত নেওয়ার দায়িত্ব।যাকে গৃহীত বেতন স্কেল এবং/অথবা আর্থিক প্রভাব ফেলবে এমন কিছু সুবিধা সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত বলা যেতে পারে।

সবকিছুই তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা আর্থিক সক্ষমতার উপর নির্ভর করে। মজুরি কাঠামো নির্ধারণের সময় নিয়োগকর্তার অর্থনৈতিক সক্ষমতা বা আর্থিক সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্যথায় ইউনিটটি নিজেই কাজ করতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং অনিবার্যভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং কর্মীদের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি হতে পারে। কর্মচারীরা বৈধভাবে দাবি করতে পারে না যে তাদের বেতন-স্কেলগুলি অগত্যা সংশোধন করা উচিত এবং/অথবা তাদের কিছু অতিরিক্ত সুবিধা/সুবিধা প্রদান করা উচিত। পদ এবং বেতনের সমীকরণ একটি জটিল বিষয় যা বিশেষজ্ঞ সংস্থা এবং উদ্যোগগুলির উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং আদালত হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আদালত কর্তৃক বেতন সমতা প্রদানের ফলে প্রতিকূল পরিণতি হতে পারে। 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন' মতবাদের প্রযোজ্যতার সীমাবদ্ধতা বা যোগ্যতা রয়েছে। প্রতিক্রিয়াশীল-বোর্ড একটি স্বাধীন সত্তা এবং এর নিজস্ব আর্থিক সক্ষমতা থাকতে পারে এবং তাই এর কর্মীরা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না। রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড/সংস্থাগুলিকে সমান করা যাবে না। বোর্ডকে তাদের নিজস্ব আর্থিক সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে। অতএব, বোর্ডের দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা সরকারি কর্মচারীদের সাথে বেতন স্কেলের সমতা দাবি করতে পারে না। একক বিচারক বোর্ডকে ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে প্রাপ্ত সুবিধা প্রদানের নির্দেশ দিয়ে ভুল করেছেন, যা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে বাতিল করেছে। [অনুচ্ছেদ ১৩.৩-১৩.৬,১৪] [৮৬২-সি-এইচ; ৮৬৩-সি-ডি,এফ-জি]

১.৩)মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত আবেদনের ক্ষেত্রে, যেখানে বলা হয়েছে যে বোর্ডের অন্যান্যরা দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশন থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা হয়েছিল, বাকি দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অনুরূপ সুবিধা না দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে। উল্লেখ্য, এই অধিকার হিসেবে, প্রথম থেকেই, উত্তরদাতা বোর্ডের পক্ষ থেকে এই দাবি করা হয়েছিল যে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশনের অধীনে সুবিধাগুলি কিছু জোনাল অফিস অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত দিয়েছিল, যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয় এবং

এমনকি পুনরুদ্ধারও চাওয়া হয়। মূল রিট আবেদনকারী-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারী প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী নন। অতএব, তারা যদি অন্যথায় এই ধরনের সুবিধার অধিকারী না হন তবে সমতার ভিত্তিতে সুবিধা দাবি করার জন্য সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের আহ্বান করতে পারবেন না। আইনের নির্ধারিত প্রস্তাব অনুসারে সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদে কেবল ইতিবাচক সমতার ধারণা রয়েছে এবং নেতিবাচক সমতার ধারণা নেই। অবৈধতা এবং অনিয়ম স্থায়ী করার জন্য এটির উপর নির্ভর করা উচিত নয়। হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায়কে বিরোধিতা করা ব্যর্থ হয়। [অনুচ্ছেদ ১৫] [৮৬৩-জি-এইচ; ৮৬৪-এ-সি]

গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা রা বনাম পিডব্লিউডি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা , (২০১৩) ১২ এসসিসি ৪১৭: [২০১৩] ১০ এসসিআর ১০৯১-প্রযোজ্য নয়।

ইউ. পি. রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম রাজকুমার শর্মা ও অন্যান্যরা , (২০০৬) ৩ এস. সি. সি. ৩৩০: [২০০৬] ২ এস. সি. আর. ৮৭৭; পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম দেবাশীষ মুখার্জি ও অন্যান্যরা , (২০১১) ১৪ এস. সি. সি. ১৮৭: [২০১১] ১৩ এস. সি. আর. ১০৭৭; পঞ্জাব রাজ্য সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক ফেডারেশন লিমিটেড এবং আরেকজন বনাম বলবীর কুমার ওয়ালিয়া ও অন্যান্যরা , (২০২১) ৮ এস. সি. সি., ৭৮৪ ২০২১ (৭) জে.টি. ২৭৫-এর উপর নির্ভরশীল।

পি সিঙ্গারাভেলান এবং অন্যান্যরা বনাম জেলা কালেক্টর, তিরুপ্পুর এবং ডিটি এবং অন্যান্যরা (২০২০) ৩ এসসিসি ১৩৩: [২০১৯] ১৫ এসসিআর ৪০৮; সচিব, অর্থ বিভাগ এবং অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা , ১৯৯৩ সম্পূরক (১) এসসিসি ১৫৩; বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার মাধ্যমিক শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি, মুঙ্গের এবং অন্যান্যরা , (২০১৯) ১৮ এসসিসি ৩০১-উল্লিখিত।

মামলা প্রসঙ্গঃ

[২০১৩] ১০ এস. সি. আর. ১০৯১	প্রয়োগযোগ্য নয়	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০৬] ২ এস. সি. আর. ৮৭৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯.৮
[২০১১] ১৩ এস. সি. আর. ১০৭৭	নির্ভরশীল	অনুচ্ছেদ ৯.৮
[২০১৯] ১৫ এস. সি. আর. ৪০৮	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৯.৮

দেওয়ানি আপিল এখতিয়ারঃ ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং৭৫৭৮।

২০২০ সালের লেটার্স পেটেন্ট আপিল নং ৮২-এ আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের ২৪.০৭.২০২০ তারিখের রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত।

২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৫৭৯।

আপিলকারীর পক্ষে সঞ্জয় পারিখ, প্রবীণ আইনজীবী., পুখরম্বম রমেশ কুমার, সাত্বিক পারিখ, শ্রীমতী অনুপমা নগাঙ্গম, করুণ শর্মা, আইনজীবীরা।

শ্রীমতী আস্থা মেহতা, শ্রীমতী বিশাখা, শ্রীমতী দীপানবিতা প্রিয়াঙ্কা, আইনজীবীরা, উত্তরদাতাদের জন্য।

আদালতের রায় প্রদান করেন

এম. আর. শাহ, বিচারপতি

১)এই দুটি আপিলের মধ্যে আইন ও তথ্যের সাধারণ প্রশ্ন উত্থাপিত হওয়ার সাথে সাথে এই উভয় আপিলেরই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং একসঙ্গে নিষ্পত্তি করা হয়।

২)২০২০ সালের লেটারস পেটেন্ট আপিল নং ৮২-এ আহমেদাবাদে গুজরাট হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করছি, যার মাধ্যমে হাইকোর্ট উত্তরদাতা নং ১ দ্বারা প্রদত্ত উক্ত আপিলটি মঞ্জুর করেছে।এখানে-গুজরাট জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড (এরপরে 'বোর্ড' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে) এবং ২০১৮ সালের বিশেষ দেওয়ানি আবেদন নং ১৬৪৭০-এ স্বীকৃত একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত রায় ও আদেশ বাতিল ও বাতিল করে দিয়েছে যার মাধ্যমে বিজ্ঞ একক বিচারক এখানে আবেদনকারীদের দ্বারা প্রস্তাবিত উক্ত রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেছেন এবং রায় দিয়েছেন যে এখানে আবেদনকারীরা-মূল উত্তরদাতারা ১০ বছরের চাকরি শেষ হওয়ার পরে সমস্ত ফলস্বরূপ সুবিধা সহ ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলের অধিকারী এবং এই ভিত্তিতে ৫ , ৬ এবং ৭ বেতন কমিশনের স্কেল অনুসারে সংশোধিত

৩)২০২০ সালের আরেকটি লেটার্স পেটেন্ট আপিল নং .১৭৯-এ, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ সবেমাত্র ২০২০ সালের লেটার্স পেটেন্ট আপিল নং .৮২-এ তার সিদ্ধান্ত অনুসরণ করেছে যা অন্য আপিলের বিষয়। অতএব, সুবিধার্থে ২০২০ সালের লেটার্স আপিল নং .৮২-এ হাইকোর্টের বিতর্কিত রায় এবং আদেশ থেকে উদ্ভূত ২০২১ সালের দেওয়ানি আপিল নং ৭৫৭৮-এর তথ্যগুলি বর্ণনা করা হয়েছে এবং বিবেচনা করা হয়েছে এবং উক্ত আপিলটিকে একটি প্রধান আপিল হিসাবে বিবেচনা করা হবে।

৪)গুজরাট রাজ্যে জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন কার্যক্রমের দ্রুত উন্নয়ন ও যথাযথ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুজরাট জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন বোর্ড আইন, ১৯৭৮ (এরপরে 'আইন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)-এর অধীনে উত্তরদাতা বোর্ড গঠন করা হয়েছে। যতক্ষণ না বোর্ড তার নিজস্ব বিধি ও প্রবিধান তৈরি করে, ততক্ষণ বোর্ড গঠনের তারিখ থেকে রাজ্য সরকারের বিধি, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি, নীতি, নির্দেশ এবং সমস্ত প্রকল্প অনুসরণ করার জন্য বোর্ড একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। মনে হয় যে গত কয়েক বছর ধরে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন বিভাগের অধীনে অনেক দিনমজুর কাজ করছিলেন।রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামতের কাজে নিযুক্ত দিনমজুরদের পরিষেবার শর্ত সম্পর্কিত সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৎকালীন সড়ক ও ভবন মন্ত্রী শ্রী দৌলতভাই পারমারের সভাপতিত্বে 'শ্রী দৌলতভাই পারমার কমিটি' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছিল। কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতে, গুজরাট সরকার '১৭.১০.১৯৮৮' তারিখের একটি প্রস্তাব পাস করে যেখানে সরকার এবং দক্ষ দিনমজুর শ্রমিকদের নির্দিষ্ট কিছু সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যা পরিষেবার সময়কালের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ, ৫,৫ বা তার বেশি বা ১০ বছরের কম।

৪.১) ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত প্রকল্প অনুসারে সমস্ত দৈনিক মজুরি শ্রমিক পরিষেবাগুলিতে নিয়মিতকরণ বা স্থায়ীত্বের অধিকারী ছিলেন না। উক্ত প্রস্তাব অনুযায়ী দৈনিক মজুররা নিম্নলিখিত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারীঃ

"(i) প্রচলিত দৈনিক মজুরি অনুযায়ী তাঁরা দৈনিক মজুরি পাওয়ার অধিকারী। প্রথম বছরে যদি ২৪০ দিনের বেশি মজুরি থাকে, তা হলে দিনমজুররা রবিবার, চিকিৎসা ভাতা এবং জাতীয় উৎসবের ছুটির জন্য যোগ্য।

(ii) পাঁচ বছরের বেশি এবং ১০ বছরের কম সময়ের চাকরিজীবী দিনমজুর এবং আধা-দক্ষ শ্রমিকরা তাঁর কর্মদিবসের জন্য প্রচলিত মান অনুযায়ী মহার্ঘ ভাতা সহ নির্দিষ্ট মাসিক বেতনের অধিকারী। এই ধরনের দিনমজুররা ১৪টি মাইস, ছুটি, রবিবারের ছুটি এবং জাতীয় উৎসবের ছুটির পাশাপাশি দুটি ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন। এই ধরনের দিনমজুররা চিকিৎসা ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডে ছাড় পাওয়ারও যোগ্য হবেন।

(ii) দশ বছরের বেশি কিন্তু ১৫ বছরের কম সময়ের চাকরিপ্রাপ্ত দৈনিক মজুরি এবং আধা-দক্ষ শ্রমিকরা তাদের কর্মদিবসের জন্য দক্ষ শ্রমিকের সমতুল্য ন্যূনতম বেতন স্কেল এবং প্রচলিত মান অনুযায়ী মহার্ঘ্য ভাতা পাওয়ার অধিকারী।

তাছাড়া, এই ধরনের দিনমজুররা ১৪টি ভিন্ন ধরনের ছুটি, রবিবারের ছুটি এবং জাতীয় উৎসবের ছুটির পাশাপাশি দুটি ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন। তিনি চিকিৎসা ভাতা এবং প্রভিডেন্ট ফান্ডের ছাড় পাওয়ার যোগ্য হবেন।

(iv) ১৫ বছরের বেশি চাকরিজীবী দিনমজুর এবং আধা-দক্ষ শ্রমিকদের স্থায়ী কর্মী হিসাবে বিবেচনা করা হবে এবং এই ধরনের আধা-দক্ষ শ্রমিকরা দক্ষ শ্রমিকের বর্তমান বেতন স্কেলের পাশাপাশি ডিমেস ভাতা, স্থানীয় শহর ভাতা এবং বাড়ির ভাড়া ভাতা পাবেন। তারা গ্র্যাচুইটি, অবসরপ্রাপ্ত বেতন, সাধারণ প্রভিডেন্ট ফান্ডের প্রচলিত নিয়ম অনুসারে সুবিধা পাবেন। উপরন্তু, তারা ১৪টি ভিন্ন ধরনের ছুটি, ৩০ দিনের ইয়ার্ড ছুটি, ২০ দিনের অর্ধ বেতনের ছুটি, রবিবারের ছুটি এবং জাতীয় উৎসবের ছুটির পাশাপাশি দুটি ঐচ্ছিক ছুটি পাবেন।দৈনিক মজুরি শ্রমিক এবং আধা-দক্ষ যারা তাদের চাকরির ১৫ বছরেরও বেশি সময় পূর্ণ করেছেন তারা দক্ষ শ্রমিকদের বর্তমান বেতন স্কেলে একটি ইনক্রিমেন্ট, ২০ বছরের জন্য দুটি ইনক্রিমেন্ট এবং ২৫ বছরের জন্য তিনটি ইনক্রিমেন্ট পাবেন এবং সেই অনুযায়ী তাদের বেতন নির্ধারণ করা হবে।

৪.২)যে উত্তরদাতা-বোর্ড ০৮.০৬.১৯৮৯ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের সরকারী প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে। যে সংশ্লিষ্ট মূল আবেদনকারীরা বোর্ডের সাথে দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন। যে উত্তরদাতা দ্বারা ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের জিআর গৃহীত হওয়ার পরে 'প্যারেন্ট রেজোলিউশন' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে-মূল আবেদনকারী সহ বোর্ডের সাথে কাজ করা সমস্ত দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের ৭৫০ টাকা এর বেতন স্কেল এবং ৫ বছরের পরিষেবা শেষ করার পরে অন্যান্যরা সুবিধার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল।

৪.৩)এরপর ০১.০৫.১৯৯১ তারিখের রেজুলেশনের মাধ্যমে, রাজ্য সরকার ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের রেজুলেশনটি সংশোধন করে। ০১.০৫.১৯৯১ তারিখের সংশোধিত জিআর-এর অধীনে, সমস্ত বিভাগ ৭ বছর পূর্ণকারী এসসিসি পাস দৈনিক মজুরদের কেরানি ক্যাডার শ্রেণী-তৃতীয় স্তরের প্রশাসনিক কাজ অর্পণ করবে এবং আরও বিধান করা হয়েছে যে, এই ধরনের দৈনিক মজুরদের দায়িত্ব অর্পণের তারিখ থেকে ৯৫০-১৫০০ টাকা বেতন স্কেলে প্রদান করা হবে। ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের আরেকটি রেজুলেশন জারি করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে, ১.০৫.১৯৯১ তারিখ থেকে ৭ বছর চাকরি সম্পন্নকারী সকল এসএসসি পাস দৈনিক মজুরদের ৯৫০-১৫০০ টাকা বেতন স্কেলে ৯৫০ টাকা বেতন মঞ্জুর করা হবে। উপরে উত্তরদাতার পর্যবেক্ষণ অনুসারে - বোর্ড পাঁচ বছর পূর্ণ হওয়ার পর সমস্ত রিট আবেদনকারী এবং বোর্ডের সাথে কর্মরত দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের মূল রেজোলিউশনের অধীনে সুবিধা প্রদান করে এবং তাদের মূল বেতন ২৫৫০ টাকায় স্থাপন করে।

উত্তরদাতা - বোর্ডও 'মূল প্রস্তাবের অধীনে বোর্ডের সাথে কর্মরত সকল দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীকে' ১০ বছর পূর্ণ হওয়ার পর মূল রিট আবেদনকারীসহ (২৫৫০-৫৫-২৬০০-৬০-৩২০০ টাকা) সুবিধা প্রদান করেছে এবং তাদের ২৫৫০-৫৫-২৬০০-৬০-৩২০০ টাকা বেতন স্কেলে স্থান দিয়েছে।

৪.৪) এটা প্রতীয়মান হয় যে, বোর্ডের কিছু আঞ্চলিক কার্যালয় ভুলভাবে এবং অসাবধানতাবশত অদক্ষ দিনমজুরদের জন্য অদক্ষ দিনমজুরদের জন্য সংশোধিত প্রস্তাবের সুবিধা প্রদান করে। উত্তরদাতা বোর্ডের প্রধান কার্যালয়ের নজরে আসে যে, ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের প্রস্তাবগুলি গ্রহণের কোনও নীতিগত সিদ্ধান্তের অভাবে, অসাবধানতাবশত কিছু দিনমজুরদের জন্য ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলের সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং তাই ০৫.০৬.২০১৫ তারিখের নির্দেশাবলীর মাধ্যমে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এই ধরনের সুবিধা প্রদান করা উচিত নয়।প্রকৃতপক্ষে, উত্তরদাতা-বোর্ড অসাবধানতাবশত ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের প্রস্তাবগুলি প্রয়োগ করে প্রদত্ত ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলের সুবিধা প্রত্যাহার করে নেয় এবং এমনকি পুনরুদ্ধারও শুরু করে, যা অন্য কিছু কার্যধারায় হাইকোর্টের সামনে বিষয়।

৪.৫) মনে হয় যে সংশ্লিষ্ট মূল রিট আবেদনকারীরা বোর্ডের কাছে বিভিন্ন আবেদন পাঠিয়েছিলেন যাতে তাদের ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের রেজোলিউশন অনুসারে ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলে রাখা হয় এবং ৩০৫০-৪৫৯০ টাকা পর্যন্ত বেতনের আরও সংশোধন করা হয়। এরপরে মূল রিট আবেদনকারীরা এসসিএ-এর মাধ্যমে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন। ২০১৮ সালের ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারী রেজোলিউশনের অধীনে তাদের বেতন স্কেলের সুবিধা দেওয়ার জন্য এবং তাদের ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলে রাখার জন্য। বোর্ড একটি বিস্তারিত উত্তর দাখিল করে উক্ত রিট পিটিশনের বিরোধিতা করেছিল।বোর্ডের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট মামলা ছিল যে, ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সংশোধিত সরকারি প্রস্তাবগুলি বোর্ড কর্তৃক কখনই গৃহীত হয় না যেমন ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাব। বোর্ডের পক্ষ থেকে এটাও বলা হয়েছিল যে, কিছু আঞ্চলিক অফিসে ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের প্রস্তাবগুলির সুবিধা অসাবধানতাবশত দেওয়া হয়েছিল যা প্রত্যাহার করা হয়েছে। বোর্ডের পক্ষ থেকে এটি নির্দিষ্ট মামলা ছিল যে, বোর্ড যদি নির্দিষ্টভাবে ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি প্রস্তাবগুলি গ্রহণ না করে, তবে মূল রিট আবেদনকারী এবং অন্যান্যরা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা উক্ত প্রস্তাবগুলির অধীনে সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। এটিও জমা দেওয়া হয়েছিল যে পরবর্তী প্রস্তাবগুলির কোনও স্বয়ংক্রিয় গ্রহণ নেই।এটাও ছিল যে যেহেতু অন্যদের ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি রেজোলিউশনের সুবিধা অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত দেওয়া হয়েছিল

এবং বাস্তবে সেগুলি প্রত্যাহার/প্রত্যাহার করার চেষ্টা করা হয়েছিল, তাই রিট আবেদনকারীরা সমতা দাবি করতে পারবেন না। যে ১৫.১০.২০১৯ তারিখের রায় এবং আদেশের মাধ্যমে, বিজ্ঞ একক বিচারক রিট পিটিশনটি মঞ্জুর করেন এবং বোর্ডকে নির্দেশ দেন যে মূল রিট আবেদনকারীদের-দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের ১০ বছরের চাকরি শেষ হওয়ার পরে সমস্ত ফলস্বরূপ সুবিধা সহ ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেলের সুবিধা প্রদান করুন এবং ৫ , ৬ এবং ৭ বেতন কমিশনের স্কেল অনুসারে তাদের বেতন স্কেল সংশোধন করুন। এই ভিত্তিতে বিজ্ঞ একক বিচারক আরেয়ারগুলি প্রদানের নির্দেশও দেন।

৫)বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা গৃহীত উপরোক্ত রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে বোর্ড হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের সামনে ২০১৮ সালের লেটার্স পেটেন্ট আপিল ১৬৪৭০-কে অগ্রাধিকার দেয়। বিতর্কিত রায় ও আদেশের মাধ্যমে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ লেটার্স পেটেন্ট আপিলের অনুমতি দিয়েছে এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত রায় ও আদেশ বাতিল করে এই রায় দিয়েছে যে পরবর্তী পরিবর্তিত সরকারী রেজোলিউশনে ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় না, বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সংশোধিত সরকারী রেজোলিউশন থেকে প্রবাহিত কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন যা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয় না।

৬)হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চের এই রায় ও আদেশে ক্ষুব্ধ ও অসন্তুষ্ট বোধ করে যে মূল রিট আবেদনকারীরা ৯৫০-১৫০০ টাকা এর স্কেল এবং ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সংশোধিত সরকারী রেজোলিউশন থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি প্রদানের অধিকারী নন, মূল রিট আবেদনকারীরা-উত্তরদাতা বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা বর্তমান আপিলগুলি পছন্দ করেছেন।

৭)মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী সঞ্জয় পারিখ জোরালোভাবে বলেছেন যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ বিজ্ঞ একক বিচারপতির দ্বারা প্রদত্ত যুক্তিসঙ্গত রায় ও আদেশ বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে ভুল করেছে।

৭.১) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে বিজ্ঞ একক বিচারক বিষয়টির প্রতিটি দিক বিবেচনা করেছেন এবং নথিতে থাকা উপাদানগুলি বিবেচনা করে যথাযথভাবে রায় দিয়েছেন যে মূল রিট আবেদনকারীরা ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারী রেজোলিউশন থেকে প্রবাহিত সুবিধার অধিকারী।

৭.২) বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পারিখ আরও দাখিল করেছেন যে, উত্তরদাতা বোর্ড ০৬.০৮.১৯৯০ তারিখে একটি প্রস্তাব পাস করেছে যে, যতক্ষণ না

বোর্ড নিজস্ব নিয়মকানুন প্রণয়ন করে, ততক্ষণ পর্যন্ত বোর্ড রাজ্য সরকারের নিয়ম, প্রবিধান, বিজ্ঞপ্তি, নীতি, নির্দেশাবলী এবং সমস্ত পরিকল্পনা অনুসরণ করবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে আজ অবধি বোর্ড দ্বারা কোনও নিয়ম ও প্রবিধান তৈরি করা হয়নি। এটি জমা দেওয়া হয় যে তাই বোর্ড তার নিজস্ব বোর্ড রেজোলিউশন তারিখ ০৬.০৮.১৯৯০ অনুসরণ করতে এবং/অথবা কাজ করতে বাধ্য।

৭.৩) আরও বলা হয়েছে যে, অন্যথায় একবার বোর্ড কর্তৃক ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাব গৃহীত হলে, পরবর্তী সমস্ত সংশোধিত প্রস্তাব প্রযোজ্য হবে এবং বোর্ড কর্তৃক বাস্তবায়িত হতে হবে।

৭.৪)আরও বলা হয়েছে যে, একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হওয়ায় বোর্ডকে পরবর্তী সমস্ত নীতিগত সিদ্ধান্ত/প্রস্তাবগুলি একই পদ্ধতিতে গ্রহণ করতে হবে, যেমন মূল প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল।

৭.৫)মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে প্রবীণ আইনজীবী শ্রী পারিখ আরও বলেন যে, প্রকৃতপক্ষে এমন অনেক কর্মচারী রয়েছেন যাঁদের সরকারি প্রস্তাব (০১.০৫.১৯৯১) এবং (১৫.০২.১৯৯২)-এর অধীনে এই ধরনের সুবিধা দেওয়া হয়েছে এবং মূল রিট আবেদনকারীদের মতো দৈনিক রেট দেওয়া 'কর্মচারীদের মধ্যে মাত্র কয়েকজনকে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের জিআর-এর আওতায় সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাই পণ্ডিত একক বিচারক যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং বলেছেন যে, কিছু দৈনিক মজুরি কর্মচারীদের (০১.০৫.১৯৯১) এবং (১৫.০২.১৯৯২)-এর সরকারি প্রস্তাবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা-বোর্ডের পদক্ষেপ বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনকারী হবে।এটি জমা দেওয়া হয় যে মোট ৩৩৪৮ জন দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীর মধ্যে মূল রিট আবেদনকারীদের মতো মাত্র ৪৭৪ জন দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীকে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা হয়।

৭.৬) আপীলকারীদের আইনজীবী শ্রী পারিখ আরও বলেন যে, আগে জল সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন পরিষেবা গুজরাট সরকারের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং শুধুমাত্র এই আইনের অধীনে বোর্ড গঠনের পরে এই ধরনের কাজ পর্ষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছিল।তাই বলা হচ্ছে যে, বোর্ড সেইসব কার্যক্রম পরিচালনা করছে যা পূর্বে সরকার করত। বলা হচ্ছে যে, যখন বোর্ড আইন প্রণয়ন করে এবং পূর্বে রাজ্য সরকার কর্তৃক পরিচালিত কার্যক্রম গ্রহণ করে এবং রাজ্য সরকার কর্তৃক অর্থায়ন করা হয়, তখন বোর্ডের দৈনিক-রেটপ্রাপ্ত কর্মচারীরা মূল রিট আবেদনকারীদের মতো রাজ্য সরকারের অন্যান্য বিভাগের দৈনিক-রেটপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য উপলব্ধ একই সুবিধা পাওয়ার অধিকারী।

গুজরাট রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম পিডব্লিউডি কর্মচারী ইউনিয়ন এবং অন্যান্যরা, (২০১৩) ১২ এস.সি.সি. ৪১৭ মামলায় এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর প্রচুর নির্ভর করা হয়।

৮)উপরের দাখিলগুলি করে এবং উপরের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে, বর্তমান আপিলগুলি বাতিল করার অনুমতি দেওয়ার জন্য এবং ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশগুলি বাতিল করার জন্য এবং ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলি থেকে প্রবাহিত সুবিধার অনুমতি দিয়ে বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত রায় ও আদেশ পুনরুদ্ধার করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

৯)বর্তমান আপিলগুলির তীব্র বিরোধিতা করেছেন শ্রীমতি আস্থা মেহতা, যিনি উত্তরদাতা-বোর্ডের পক্ষে উপস্থিত হয়ে আইনজীবী হয়েছেন।

৯.১)উত্তরদাতা -বোর্ডের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী মেহতা জোরালোভাবে বলেন যে, মামলার ঘটনা ও পরিস্থিতিতে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ উত্তরদাতা -বোর্ডের দ্বারা দায়ের করা আপিলগুলি মঞ্জুর করার ক্ষেত্রে কোনও ত্রুটি করেনি এবং বিজ্ঞ একক বিচারকের দ্বারা প্রদত্ত আদেশটি বাতিল ও বাতিল করে দিয়েছে।

৯.২)এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, মূল রিট আবেদনকারীরা - উত্তরদাতার সাথে কর্মরত দৈনিক-রেটেড কর্মচারী - বোর্ডকে ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল রেজোলিউশনের অধীনে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, বোর্ড কর্তৃক বিশেষভাবে গৃহীত - ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল রেজোলিউশনের ভিত্তিতে এই সুবিধা প্রদান করা হয়েছে। তবে, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের পরবর্তী সংশোধিত রেজোলিউশনগুলি বোর্ড কর্তৃক কখনও গৃহীত হয়নি। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, তাই মূল রিট আবেদনকারীদের মতো উত্তরদাতা বোর্ডের সাথে কর্মরত দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশন থেকে প্রাপ্ত কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন। এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে বলেছে যে, যেহেতু ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের পরবর্তী রেজোলিউশনগুলি উত্তরদাতা বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়নি, তাই ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশনের অধীনে মূল রিট আবেদনকারীরা - দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা কোনও সুবিধা পাওয়ার অধিকারী নন।

৯.৩) উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রীমতী মেহতা-বোর্ড আরও জানিয়েছে যে, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলি বোর্ড কর্তৃক কখনই গৃহীত না হওয়া সত্ত্বেও, কিছু আঞ্চলিক অফিসে অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলির অধীনে অনুমোদন দেওয়া হয়েছিল। এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, প্রধান কার্যালয় যখন জানতে পেরেছিল, তখন অবিলম্বে সমস্ত আঞ্চলিক অফিসকে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলির অধীনে সুবিধা প্রদান বন্ধ করার এবং ভুলভাবে দেওয়া পরিমাণ পুনরুদ্ধারের জন্য নির্দেশ জারি করা হয়েছিল।

এটি দাখিল করা হচ্ছে যে, ২০১৫ সালে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজুলেশনের অধীনে সুবিধা প্রত্যাহারের পরবর্তী সিদ্ধান্ত - যা ভুলবশত এবং অসাবধানতাবশত দেওয়া হয়েছিল - মূল রিট আবেদনকারীরা কখনও চ্যালেঞ্জ করেন না। তাই, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজুলেশন থেকে প্রদত্ত সুবিধা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত - বহাল থাকে।

৯.৪) এটি উপস্থাপিত হয় যে, বিজ্ঞ একক বিচারক রিট পিটিশনগুলি মঞ্জুর করেন এবং উত্তরদাতা-বোর্ডকে নির্দেশ দেন যে, ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি কেবলমাত্র এবং প্রধানত ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ লঙ্ঘনের ভিত্তিতে প্রদান করা হবে, এই বলে যে উত্তরদাতা-বোর্ডের সাথে কাজ করা অন্যান্যরা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলির অধীনে সুবিধা দেওয়া হয় এবং তাই মূল রিট আবেদনকারীদের অনুরূপ সুবিধা প্রদান না করা বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।এটি জমা দেওয়া হয় যে, তবে একক বিচারপতি এই বিষয়টি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন যে, অন্যান্যরা কর্মচারীদের যে সুবিধাগুলি দেওয়া হয়েছিল সেগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এমনকি পুনরুদ্ধারও চাওয়া হয়েছে। এরপরে এটি বলা যায় যে, ১৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের অধীনে সুবিধা না দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা-বোর্ডের পদক্ষেপকে বৈষম্যমূলক এবং/অথবা ভারতের সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন বলা যেতে পারে।

৯.৫)শ্রীমতি মেহতা, উত্তরদাতার পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ পরামর্শদাতা-বোর্ড নিম্নলিখিত তারিখ এবং ঘটনাগুলির কালানুক্রমিক তালিকা বিবেচনা করার অনুরোধ করেছেঃ

ক্রমিক নং	তারিখ	বিবরণ
১	১৭.১০.১৯৮৮	গুজরাট সরকার ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখে একটি প্রস্তাব পাশ করে যেখানে সরকার দক্ষ দৈনিক মজুরি কর্মীদের চাকরির মেয়াদের উপর নির্ভর করে কিছু সুবিধা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়, যেমন ৫ বছরের কম, ৫ বছর বা ১০ বছরের বেশি।
		এটাকে এস.এল.পি-তে মূল প্রস্তাব/নীতি হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে।
২	০৮.০৬.১৯৮৯	আবেদনকারী বোর্ড ০৮.০৬.১৯৮৯ তারিখে যোগাযোগের মাধ্যমে উপরে উল্লিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ করে।
৩	১.০৫.১৯৯১ প্রশ্নযুক্ত প্রস্তাব	প্রস্তাব অনুযায়ী, ১৯৮৮ সালের মূল প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তন আনা হয়। প্রস্তাবে বলা হয় যে, সমস্ত বিভাগ এসএসসি পাস দৈনিক মজুরি কর্মীদের যাদের ৭ বছর পূর্ণ হয়েছে তাদের কেরানী ক্যাডার ক্লাস-III-এর প্রশাসনিক কাজ দেবে।
		আরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে, এই ধরনের দৈনিক মজুরি কর্মীদের দায়িত্বের তারিখ থেকে ৯৫০-১৫০০ টাকা হারে বেতন দেওয়া হবে।

ক্রমিক নং	তারিখ	বিবরণ
৪	২৯.০৮.১৯৯১	প্রশাসনিক নির্দেশাবলী সকল প্রধান প্রকৌশলীকে জারি করা হয়েছিল যে, ১৯৯১ সালের সরকারি প্রস্তাবের সুবিধা আঞ্চলিক অফিসের দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের জন্য প্রযোজ্য হবে না।
৫	১৫.০২.১৯৯২	আরেকটি প্রস্তাব জারি করা হয়েছিল যেখানে বলা হয়েছিল যে, যারা ৭ বছর চাকরি সম্পন্ন করেছেন, তাদের জন্য ১.০৫.১৯৯১ থেকে ৯৫০-১৫০০ টাকা হারে বেতন প্রদান করা হবে।
৬	১৩.০৮.২০০৩	আবেদনকারীর ৫ বছর চাকরি সম্পন্ন হওয়ার পর তাকে ১৯৯৮ (অভিভাবক) সুবিধার অধীনে সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল এবং ২৫৫০ টাকা মূল বেতনে রাখা হয়েছিল।
৭	০৩.০৪.২০০৪	আবেদনকারীকে ১০ বছর চাকরি সম্পন্ন হওয়ার পর ১৯৯৮ (অভিভাবক) সুবিধার অধীনে সুবিধা প্রদান করা হয়েছিল এবং ২৫৫০-৫৫-২৬০০-৬০-৩২৯০ টাকা হারে বেতন প্রদান করা হয়েছিল।
৮	৩০.০৩.২০১৫ / ১০.০৪.২০১৫	ভুলবশত আবেদনকারী ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের সুবিধা কিছু আঞ্চলিক অফিসের অদক্ষ দৈনিক কর্মীদের জন্য বাড়িয়েছিলেন।
৯	০৫.০৬.২০১৯	প্রধান কার্যালয়ের নজরে আসে যে, ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী কোনো নীতি না থাকার কারণে কিছু দৈনিক কর্মীকে ভুলবশত ৯৫০-১৫০০ টাকা হারে বেতন প্রদান করা হয়েছিল এবং ০৫.০৬.২০১৯ তারিখে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, এই সুবিধাগুলি মঞ্জুর করা উচিত নয়।
১০	২০১৫-২০১৮	আবেদনকারী ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের ভিত্তিতে আবেদন বিবেচনার জন্য আবেদনকারীর কাছে বিভিন্ন আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন।
১১	২০১৮	আবেদনকারী ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের অধীনে সুবিধা পাওয়া অন্যান্য কর্মচারীদের সাথে কিছু সুবিধা দাবি করে হাইকোর্টে ১৬৪৭০ নং মামলা দায়ের করেছিলেন।
১২	২৩.০৭.২০১৯	আবেদনকারী তাদের হলফনামায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি উত্থাপন করেছিলেন: ১. সরকারি নীতিগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদনকারীর উপর প্রযোজ্য নয়। ২. ১৯৯১ ও ১৯৯২ সালের বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী দক্ষ কর্মীদের জন্য কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি এবং যারা ১৯৯৮ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী কাজ করেছেন তাদের অদক্ষ কর্মীদের জন্য তা প্রসারিত করা হয়নি। ৩. ০৫.০৬.২০১৯ তারিখে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে অঞ্চলগুলির প্রধান প্রকৌশলীদের কোনো সুবিধা মঞ্জুর না করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। ৪. আবেদনকারী সরকারের কাছে অদক্ষ দৈনিক কর্মীদের সুবিধা মঞ্জুর করার জন্য প্রস্তাব পাঠালেও সরকার কোনো সিদ্ধান্ত নেয়নি।
১৩	০৭.০৯.২০১৯	আবেদনকারী তাদের হলফনামার জবাব দাখিল করেন।
১৪	০৯.০৯.২০১৯	সরকারি বিভাগ ১৯৯১ সালের প্রস্তাব অনুযায়ী দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মীদের আবেদন প্রত্যাখ্যান করে।

৯.৬) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ যথাযথভাবে এই বিষয়টির প্রশংসা করেছে এবং যথাযথভাবে রায় দিয়েছে যে মূল রিট আবেদনকারী এবং উত্তরদাতা - বোর্ডের সাথে কাজ করা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারী প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধার অধিকারী নন।

৯.৭) এটি উপস্থাপিত হয় যে পরবর্তীকালেও সরকার ১৯৯১ সালের প্রস্তাবের অধীনে সুবিধাগুলির আবেদনের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।

৯.৮) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে কিছু আঞ্চলিক অফিসে যদিও অধিকার নেই, তবুও ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবের অধীনে দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের অসাবধানতাবশত এবং ভুলবশত সুবিধা দেওয়া হয়েছিল, তা প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং এমনকি পুনরুদ্ধারও চাওয়া হয়েছিল। এরপরে, অবশিষ্ট দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের কোনও সুবিধা দেওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে অন্যথায় মূল রিট আবেদনকারীদের ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারী প্রস্তাবের অধীনে সুবিধা পাওয়ার অধিকার স্বাধীনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে সমতার ধারণাটি অন্য দিনমজুরদের জন্য একটি ভুল স্থায়ী করার অনুমতি দেওয়া যাবে না।

রিলায়েন্সকে এই আদালতের সিদ্ধান্তে রাখা হয়েছে ইউ. পি. রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম রাজকুমার শর্মা ও অন্যান্যরা , (২০০৬) ৩ এস. সি. সি ৩৩০ (অনুচ্ছেদ ১৫); পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্যরা বনাম দেবাশীষ মুখার্জি ও অন্যান্যরা , (২০১১) ১৪ এস. সি. সি ১৮৭ এবং পি. সিঙ্গারাভেলান ও অন্যান্যরা বনাম জেলা কালেক্টর, তিরুপ্পুর ও ডি. টি এবং অন্যান্যরা , (২০২০) ৩ এস. সি. সি ১৩৩।

৯.৯) উত্তরদাতা-বোর্ডের পক্ষে উপস্থিত আইনজীবী শ্রীমতি মেহতা আরও বলেন যে, পর্ষদের দ্বারা পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলির কোনও স্বয়ংক্রিয় আবেদন করা যাবে না। এটি জমা দেওয়া হয় যে উত্তরদাতা-বোর্ড একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা এবং বেতন স্কেল সম্পর্কিত নিজস্ব সিদ্ধান্ত নিতে স্বাধীন। এটি জমা দেওয়া হয় যে উত্তরদাতা-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারী হওয়ার কারণে, বোর্ড কর্তৃক গৃহীত না হলে তারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের দেওয়া সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী নয়।

৯.১০) এটি জমা দেওয়া হয়েছে যে, এই আদালত কর্তৃক সিদ্ধান্তের একটি ক্যাটনাতে অন্যথায়, বেতন স্কেলের সংশোধন এবং বেতন স্কেল/পদ নির্ধারণের বিষয়গুলি নিয়োগকর্তার দ্বারা মোকাবিলা করা উচিত, যা নিয়োগকর্তাদের আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। সেক্রেটারি , অর্থ বিভাগ এবং অন্যান্যরা বনাম পশ্চিমবঙ্গ রেজিস্ট্রেশন সার্ভিস অ্যাসোসিয়েশন এবং অন্যান্যরা দের ক্ষেত্রে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভরশীলতা স্থাপন করা হয়,

১৯৯৩ সম্পূরক (১) এস. সি. সি ১৫৩; বিহার রাজ্য এবং অন্যান্যরা বনাম বিহার মাধ্যমিক শিক্ষক সংগ্রাম কমিটি, মুঙ্গের এবং অন্যান্যরা , (২০১৯) ১৮ এস. সি. সি ৩০১ এবং পাঞ্জাব রাজ্য সমবায় দুগ্ধ উৎপাদক ফেডারেশন লিমিটেড এবং অন্য বনাম বলবীর কুমার ওয়ালিয়া এবং অন্যান্যরা , (২০২১) ৮ এস. সি. সি ৭৮৪।

৯.১১) এটি আরও জমা দেওয়া হয় যে বর্তমান ক্ষেত্রে যদি বোর্ডকে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারি প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধা উত্তরদাতা-বোর্ডের সাথে কাজ করা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে উত্তরদাতা-বোর্ডের উপর এর প্রভাব এবং আর্থিক বোঝা পড়বে। এটি জমা দেওয়া হয় যে বোর্ডের উপর অতিরিক্ত আর্থিক দায়বদ্ধতা থাকবে। এটি জমা দেওয়া হয় যে ৩৩৪৮ জন দৈনিক মজুরি কর্মচারী রয়েছে। ৩৩৪৮ জন দৈনিক মজুরি কর্মচারীর মধ্যে ৪৭৪ জনকে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলির সুবিধা দেওয়া হয় না।এটি জমা দেওয়া হয় যে দৈনিক মজুরি প্রতি অতিরিক্ত আর্থিক দায় ৫ লক্ষ টাকা হবে এবং তাই ৪৭৪ জন কর্মচারীকে মঞ্জুর না করার বিষয়টি বিবেচনা করে, ৫ লক্ষ টাকা ৪৭৪ জন কর্মচারীতে গুণ করলে বোর্ডের সামগ্রিক আর্থিক দায় ২৩.৭ কোটি টাকা হয়ে যায়। এটি জমা দেওয়া হয় যে বার্ষিক, মূল রিট আবেদনকারীদের মতো অবশিষ্ট ৪৭৪ জন দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীর ক্ষেত্রেও উত্তরদাতা-বোর্ডের উপর অতিরিক্ত বোঝা ২ কোটি টাকা হবে।

১০)উপরোক্ত জমা দেওয়ার মাধ্যমে বর্তমান আপিলগুলি খারিজ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

১১)আমরা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির কাছ থেকে বিস্তারিতভাবে বিজ্ঞ আইনজীবীদেরকে শুনেছি।

১২)এই আদালতের সামনে যে সংক্ষিপ্ত প্রশ্নটি বিবেচনার জন্য উত্থাপিত হয়েছে তা হল মূল রিট আবেদনকারীরা-উত্তরদাতা বোর্ডের সাথে কাজ করা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের পরবর্তী রেজোলিউশনগুলি থেকে প্রবাহিত সুবিধার অধিকারী কিনা? এই আদালতের সামনে বিবেচনার জন্য উত্থাপিত আরেকটি প্রশ্ন হল যে নেতিবাচক সমতার নীতিটি এমন কোনও ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে কিনা যেখানে অন্যান্যরা কর্মচারীদের ভুলভাবে সুবিধা দেওয়া হয়েছিল এবং/অথবা সমতা দাবি করা কর্মচারীদের নির্দিষ্ট সুবিধা পাওয়ার জন্য স্বাধীনভাবে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে?

১৩)সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির পক্ষে বিজ্ঞ পরামর্শ শোনার পর এবং এখানে উপরে পুনরুত্পাদিত তারিখ ও অনুষ্ঠানের তালিকা বিবেচনা করে দেখা যায় যে রিট আবেদনকারীরা উত্তরদাতা-বোর্ডের সাথে দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারী হিসাবে কাজ করছেন।

গুজরাট রাজ্য ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখে একটি প্রস্তাব পাস করে যেখানে সরকার দক্ষ দৈনিক মজুরদের জন্য কিছু সুবিধা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়। এই আইনের অধীনে গঠিত একটি স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা উত্তরদাতা-বোর্ড ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছে এবং ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের জিআর থেকে প্রবাহিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করেছে যা মূল প্রস্তাব। এটি বিতর্কিত নয় যে সংশ্লিষ্ট মূল রিট আবেদনকারী-দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাব থেকে প্রবাহিত সুবিধাগুলি দেওয়া হয়।

১৩.১) যাইহোক, পরবর্তীকালে সরকার ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের প্রস্তাবগুলি জারি করে যার মাধ্যমে ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাবে কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল এবং এটি বিধান করা হয়েছিল যে এস. এস. সি উত্তীর্ণ এবং ৭ বছর পূর্ণ করেছেন এমন দিনমজুররা তৃতীয় শ্রেণীর কেরানী ক্যাডারের প্রশাসনিক কাজ বরাদ্দ করবে এবং তাদের দায়িত্ব অর্পণের তারিখ থেকে ৯৫০-১৫০০ টাকা এর বেতন স্কেল প্রদান করা হবে।মূল রিট আবেদনকারীরা - দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা - পূর্বোক্ত পরবর্তী - ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি রেজোলিউশন থেকে প্রাপ্ত সুবিধা দাবি করছেন, মূলত এই কারণে যে - অন্যান্য অনুরূপ দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারি রেজোলিউশনের অধীনে সুবিধা প্রদান করা হয়েছে এবং তাই অন্যান্য দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের - অন্যান্য রিট আবেদনকারীদের এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে না, যা বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন।

১৩.২) তবে, এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, বোর্ড ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি কখনও গ্রহণ করেনি। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে, ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল সিদ্ধান্তটি বোর্ড কর্তৃক ৮.০৬.১৯৮৯ তারিখের যোগাযোগের মাধ্যমে বিশেষভাবে অনুমোদিত হয়েছিল। বিপরীতে, ২৯.০৮.১৯৯১ তারিখের বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে প্রশাসনিক নির্দেশাবলী জোনাল অফিসের সকল প্রধান প্রকৌশলীদের কাছে জারি করা হয়েছিল, যারা ১৯৯১ সালের সরকারি সিদ্ধান্ত অনুসারে সুবিধা প্রদান করে। বোর্ডের দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের এই সুবিধা প্রদান করা হবে না। উল্লেখ্য, ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর থেকে, উত্তরদাতা - বোর্ড মূল সিদ্ধান্তের অধীনে সকল মূল রিট আবেদনকারী - দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ৫ বছর এবং ১০ বছর মেয়াদ পূর্ণ করার পর সুবিধা প্রদান করেছে। অতএব, বোর্ড - যা আইনের অধীনে তৈরি একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং সংবিধিবদ্ধ সংস্থা - কখনও ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি - এবং যদি না উক্ত সিদ্ধান্তগুলি উত্তরদাতা - বোর্ড কর্তৃক গৃহীত হয়, - উত্তরদাতা - বোর্ডের সাথে কর্মরত দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা - পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পাওয়ার অধিকারী হবেন না।

পরবর্তী সিদ্ধান্তগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে গৃহীত হবে না এবং/অথবা প্রযোজ্য হবে না। ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক যথাযথভাবে ঘোষিত পরিস্থিতিতে, উত্তরদাতা - বোর্ডের দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করতে পারবেন না। যথাযথভাবে পর্যবেক্ষণ এবং রায় অনুসারে, তাদের ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ সালের পূর্বোক্ত সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি পাওয়ার কোনও অধিকার নেই যতক্ষণ না উত্তরদাতা - বোর্ড কর্তৃক ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল সিদ্ধান্তটি বিশেষভাবে গৃহীত হয়।

১৩.৩) এমনকি উত্তরদাতা বোর্ডের সাথে কাজ করা দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরাও রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না। উত্তরদাতা -বোর্ড এই আইনের অধীনে তৈরি একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং বিধিবদ্ধ সংস্থা। শেষ পর্যন্ত উত্তরদাতা -বোর্ডকে একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিতে হবে যা গৃহীত বেতন স্কেল এবং/অথবা কিছু সুবিধা যা আর্থিক প্রভাব ফেলবে সে সম্পর্কে নীতিগত সিদ্ধান্ত হিসাবে অভিহিত করা যেতে পারে। সবকিছুই তার অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বা আর্থিক ক্ষমতার উপর নির্ভর করে।আইনের স্থিরীকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী, মজুরি কাঠামো নির্ধারণের সময় নিয়োগকর্তার অর্থনৈতিক কার্যকারিতা বা আর্থিক সক্ষমতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, অন্যথায় ইউনিটটি নিজেই কাজ করতে সক্ষম নাও হতে পারে এবং অনিবার্যভাবে বন্ধ হয়ে যেতে পারে এবং কর্মচারীদের নিজের জন্য বিপর্যয়কর পরিণতি ঘটাতে পারে। আইনের স্থির প্রস্তাব অনুযায়ী কর্মচারীরা বৈধভাবে দাবি করতে পারে না যে তাদের বেতন-স্কেল অবশ্যই সংশোধন করা উচিত এবং/অথবা তাদের অবশ্যই কিছু অতিরিক্ত সুবিধা/সুবিধা দেওয়া উচিত।

১৩.৪) আইনের মীমাংসিত প্রস্তাব অনুযায়ী পদ ও বেতনের সমীকরণ একটি জটিল বিষয় যা বিশেষজ্ঞ সংস্থা ও উদ্যোগের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত এবং আদালত হালকাভাবে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। আদালত কর্তৃক বেতন সমতা প্রদানের ফলে বিরূপ পরিণতি হতে পারে। 'সমান কাজের জন্য সমান বেতন' মতবাদের প্রয়োগযোগ্যতার সীমাবদ্ধতা বা যোগ্যতা রয়েছে।

১৩.৫) উত্তরদাতা বোর্ডের দৈনিক রেটিং প্রাপ্ত কর্মচারী হওয়ায়, তারা সরকারি কর্মচারীদের মতো একই আচরণের দাবি করতে পারে না। উত্তরদাতা -বোর্ড একটি স্বাধীন সত্তা এবং এর নিজস্ব আর্থিক ক্ষমতা থাকতে পারে এবং তাই এর কর্মচারীরা রাজ্য সরকারের কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না।

১৩.৬) রাজ্য সরকার এবং স্বায়ত্তশাসিত বোর্ড/সংস্থাগুলিকে সমতুল্য করা যায় না। বোর্ডকে তাদের নিজস্ব আর্থিক সম্পদের উপর নির্ভর করতে হয়।পাঞ্জাব রাজ্য

সমবায় দুগ্ধ উৎপাদনকারী ফেডারেশন লিমিটেড এবং আরেকজন (উপরোক্ত) এর ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সিদ্ধান্তে অনুচ্ছেদ ৩২-এ এটি নিম্নরূপ দেখা গেছে:

"৩২)রাজ্যের খরচ মেটানোর জন্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের কর ধার্য করার ক্ষমতা রয়েছে। নাগরিকদের উপর অতিরিক্ত বোঝা চাপিয়ে না দেওয়ার জন্য কত কর ধার্য করতে হবে তা সরকারের সর্বদা একটি সচেতন সিদ্ধান্ত। তবে বোর্ড এবং কর্পোরেশনগুলিকে তাদের নিজস্ব সম্পদের উপর নির্ভর করতে হবে বা তাদের ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারের কাছ থেকে অনুদান চাইতে হবে। অতএব, কেন্দ্রীয়/রাজ্য সরকারী কর্মচারীদের উচ্চ বেতনের স্কেলের সুবিধাগুলি রাজ্যের কোনও উপকরণ দ্বারা বেতন স্কেল মঞ্জুর করার চেয়ে আলাদা ভিত্তিতে দাঁড়ায়।"

অতএব, বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের সাথে বেতন স্কেলের সমতা অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করতে পারে না।

১৩.৭) বর্তমান ক্ষেত্রে '০১.০৫.১৯৯১' এবং '১৫.০২.১৯৯২' তারিখের সরকারি প্রস্তাবগুলি গ্রহণ না করার জন্য বোর্ড একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এমনকি রাজ্য সরকারও ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারি প্রস্তাবগুলির অধীনে সুবিধাগুলি বাড়াতে অস্বীকার করেছে। ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারি প্রস্তাবগুলির অধীনে সুবিধাগুলি অনুমোদিত হলে বোর্ডের উপর অতিরিক্ত আর্থিক বোঝা বিবেচনা করে বোর্ড একটি সচেতন সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

১৪)পুনরাবৃত্তির মূল্যে, এটি পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে যে যতক্ষণ না বোর্ড নির্দিষ্টভাবে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারী প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করে, যেমন ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল প্রস্তাবটি গ্রহণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত উত্তরদাতা-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত 'কর্মচারী/কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের প্রস্তাবগুলি থেকে প্রবাহিত কোনও সুবিধার অধিকারী হবেন না। অতএব, বিজ্ঞ একক বিচারক বোর্ডকে ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারী প্রস্তাবগুলি থেকে প্রবাহিত সুবিধাগুলি মঞ্জুর করার নির্দেশ দেওয়ার ক্ষেত্রে ভুল করেছিলেন যা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা যথাযথভাবে বাতিল করা হয়েছে।

১৫)মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষ থেকে দাখিল করা আবেদনের ক্ষেত্রে - যা বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল যে বোর্ডের অন্যান্য দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশন অনুসারে প্রদত্ত সুবিধাগুলি অনুসারে, অবশিষ্ট দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীদের অনুরূপ সুবিধা না দেওয়া বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন হবে,

এটি উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শুরু থেকেই উত্তরদাতা - বোর্ডের পক্ষ থেকে মামলাটি ছিল যে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের রেজোলিউশনের অধীনে সুবিধাগুলি কিছু জোনাল অফিস অসাবধানতাবশত এবং ভুলভাবে প্রদান করেছিল, যা পরবর্তীতে প্রত্যাহার করা হয়েছিল এবং এমনকি পুনরুদ্ধারও চাওয়া হয়েছিল। যেমনটি এখানে দেখা গেছে এবং মূল রিট আবেদনকারীদের উপরে বলা হয়েছে-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারী প্রস্তাবগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলির অধিকারী নয়, অতএব, তারা সমতার ভিত্তিতে সুবিধা দাবি করার জন্য সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদ আহ্বান করতে পারে না যদি অন্যথায় তারা এই ধরনের সুবিধার অধিকারী না হয়।আইনের স্থিরীকৃত প্রস্তাব অনুযায়ী সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদ শুধুমাত্র ইতিবাচক সমতার ধারণাকে মূর্ত করে, নেতিবাচক সমতার নয়। অবৈধতা ও অনিয়মকে চিরস্থায়ী করার জন্য এর উপর নির্ভর করা যায় না।

১৫.১) রাজকুমার শর্মার (উপরোক্ত) নিয়োগ বা বেতন-স্কেলের ক্ষেত্রে এই আদালত যেমন রায় দিয়েছে, সংবিধানের ১৪ নং অনুচ্ছেদে নেতিবাচক সমতার কথা বলা হয়নি এবং রাজ্য যদি ভুল করে থাকে, তবে তাকে একই ভুল স্থায়ী করতে বাধ্য করা যাবে না।

১৫.২) দেবাশীষ মুখার্জির (উপরোক্ত) ক্ষেত্রে সমতার ধারণা নিয়ে আলোচনা করার সময় ২৬ অনুচ্ছেদে নিম্নরূপ পর্যবেক্ষণ করা হয়েছেঃ

২৬)এখন এটা ঠিক হয়ে গেছে যে আইনের সামনে সমতার নিশ্চয়তা একটি ইতিবাচক ধারণা এবং নেতিবাচক পদ্ধতিতে প্রয়োগ করা যায় না। যদি কোনও ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর পক্ষে অবৈধতা বা অনিয়ম করা হয়, তবে অন্যরা আদালত ও ট্রাইবুনেলের এখতিয়ারকে আহ্বান করতে পারে না যাতে রাজ্যকে তাদের পক্ষে একই অনিয়ম বা অবৈধতা করতে বলা হয় এই কারণে যে তাদের অবৈধভাবে বা নির্বিচারে অন্যদের দেওয়া সুবিধাগুলি অস্বীকার করা হয়েছে। [দেখুনঃ গুরশরণ সিং বনাম নিউ দিল্লি পৌর প্রশাসন-১৯৯৬ (২) এসসিসি ৪৫৯, ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম কিরলোস্কর নিউম্যাটিক্স লিমিটেড-১৯৯৬ (৪) এসসিসি ৪৩৩, ভারতীয় ইউনিয়ন বনাম ইন্টারন্যাশনাল ট্রেডিং কোং ২০০৩ (৫) এস. সি. সি ৪৩৭, এবং বিহার রাজ্য বনাম কামেশ্বর প্রসাদ সিং-২০০০ (৯) এস. সি. সি ৯৪।

১৬)মামলার তথ্যের উপর এই আদালত কর্তৃক প্রদত্ত আইন প্রয়োগ করে এবং উপরে বর্ণিত তথ্য অনুসারে বোর্ডের দৈনিক বেতনভুক্ত কর্মচারীরা ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি অধিকারের বিষয় হিসাবে দাবি করতে পারবেন না এবং তাই তারা ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের ওই সিদ্ধান্তগুলি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলি স্বয়ংক্রিয়ভাবে পাওয়ার অধিকারী নন।

পরবর্তীকালে অন্যান্য জোনাল অফিসগুলির দ্বারা করা ভুল সংশোধন করা হয়েছে এবং ভুলবশত এবং/অথবা অসাবধানতাবশত সুবিধাগুলি প্রত্যাহার করা হয়েছে এবং এমনকি দাবি করা পুনরুদ্ধারও প্রত্যাহার করা হয়েছে, এই বিষয়টি বিবেচনা করে বিজ্ঞ একক বিচারক গুরুতর ভুল করেছেন যে ১৯৯১ এবং ১৯৯২ সালের সরকারি সিদ্ধান্ত থেকে প্রাপ্ত সুবিধা না দেওয়ার ক্ষেত্রে উত্তরদাতা - বোর্ডের পদক্ষেপ বৈষম্যমূলক এবং ভারতীয় সংবিধানের ১৪ অনুচ্ছেদের লঙ্ঘন। এটি হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ দ্বারা যথাযথভাবে সংশোধন করা হয়েছে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ একক বিচারকের দ্বারা গৃহীত আদেশকে যথাযথভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

১৭)এখন যতদূর পর্যন্ত পি. ডব্লিউ. ডি এমপ্লয়িজ ইউনিয়ন (উপরোক্ত)-তে এই আদালতের সিদ্ধান্তে মূল রিট আবেদনকারীদের পক্ষে উপস্থিত বিজ্ঞ কৌঁসুলির নির্ভরতার কথা বলা হয়েছে, ততদূর পর্যন্ত এটি মামলার তথ্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না এবং/অথবা এটি উত্তরদাতা-বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীদের কোনও সহায়তা করবে না। এই আদালতের সামনে বিরোধটি রাজ্য সরকারের দুটি ভিন্ন বিভাগের ক্ষেত্রে ছিল।

এখানে উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, সরকারী বিভাগের কর্মচারী এবং বোর্ডের কর্মচারীরা বিভিন্ন ভিত্তিতে দাঁড়িয়ে। এখানে উপরে যেমন লক্ষ্য করা গেছে, বোর্ডের কর্মচারীরা সরকারী কর্মচারীদের সাথে সমতা দাবি করতে পারে না।

১৮)উপরের পরিপ্রেক্ষিতে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ কর্তৃক গৃহীত বিতর্কিত রায় ও আদেশকে বিরোধিতা করার জন্য উপরে বর্ণিত কারণটি ব্যর্থ হয়েছে। উপরে বর্ণিত কারণে, এটি বলা যায় না যে হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ লেটার্স পেটেন্ট আপিলের অনুমতি দেওয়ার ক্ষেত্রে এবং হাইকোর্টের রায় ও আদেশ বাতিল ও বাতিল করার ক্ষেত্রে গুরুতর ত্রুটি করেছে। এটি বলা হয় যে মূল 'রিট আবেদনকারী-উত্তরদাতা বোর্ডের দৈনিক রেটযুক্ত কর্মচারীরা ০১.০৫.১৯৯১ এবং ১৫.০২.১৯৯২ তারিখের সরকারী রেজোলিউশন থেকে প্রবাহিত সুবিধার অধিকারী নয়।যাইহোক, তারা ১৭.১০.১৯৮৮ তারিখের মূল রেজোলিউশন থেকে প্রবাহিত সুবিধাগুলি প্রদান বা মঞ্জুর করা অব্যাহত রাখবে যা বাস্তবায়িত এবং প্রদান করা হয়েছে বলে জানা গেছে। এই উভয় আপিলই খারিজ হওয়ার যোগ্য এবং সেই অনুযায়ী খারিজ হওয়ার যোগ্য।

তবে, মামলার তথ্য এবং পরিস্থিতিতে খরচ সম্পর্কে কোনও আদেশ থাকবে না।

দিব্যা পান্ডে আপিল খারিজ করা হয়েছে।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায়বো
ঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক
এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও
প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/Sukanta Sen